জাতি ব্যবস্থা

জাতি হলো সামাজিক স্তরের একটি ব্যবস্থা। এটি ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। এটি জন্ম অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করে এবং একজনের পেশা, বিবাহ এবং সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। বর্ণের মধ্যে সামাজিক আচরণ পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা, মূল্য এবং শাস্তির সেট রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা জাতি (স্থানীয়ভাবে "জাতি" হিসেবে পরিচিত) কে 'বংশানুক্রমিক, অন্তঃবিবাহী গ্রুপ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা সাধারণত স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ। এটি একটি পেশার সাথে ঐতিহ্যগতভাবে সংযুক্ত এবং স্থানীয় জাতির শ্রেণিবিভাগে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান রাখে। জাতিগুলোর মধ্যে সম্পর্কগুলি, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, দূষণ এবং পবিত্রতার ধারণা এবং জাতির মধ্যে সাধারণ সর্বাধিক সন্মিলনের ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয় (শ্রীনিবাস ১৯৬২)। এটি জাতি ব্যবস্থার আদর্শ আকারের সংজ্ঞা। তবে বাস্তবে, জাতি ব্যবস্থার কাঠামো এবং কার্যকারিতায় বিভিন্নতা রয়েছে।

জাতি ব্যবস্থার তাত্ত্বিক রূপ এবং এর অস্তিত্বগত বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য। তাত্ত্বিকভাবে, ভারতের সমাজের জাতি স্তরবিভাগের উৎপত্তি বর্ণসিস্টেমে। এই সিস্টেমের অর্থ "ৱঙ", যা বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল। এই ৱঙের শিক্ষা অনুযায়ী, হিন্দু সমাজ চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত ছিল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। একটি পঞ্চম শ্রেণী অবর্ণনীয়দের বর্ণক্ষিমের বাইরে অবস্থান করে। এটি মূলত শ্রম এবং পেশার বিভাজনের ভিত্তিতে ছিল। প্রতিটি বর্ণের সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করতেন যেমন পুরোহিতের কাজ, শাসক, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী এবং সেবক। বর্ণসিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি সর্বভারতীয় ম্যাক্রো কাঠামোগত ক্ষিম প্রদান করে যার মধ্যে অসংখ্য বর্ণের বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। একটি বর্ণে বিভিন্ন বর্ণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা বিভিন্ন উপ-বর্ণে বিভক্ত হতে পারে।

বর্ণের ধারণা সাধারণত Rig Veda এর Purusha Sukta Verse সিস্টেমের সাথে সম্পর্কিত। এটি বলেছিল যে বর্ণ সিস্টেম প্রাচীন পুরুষ বা পুরুষের বলিদানের মাধ্যমে উদ্ভূত। বলিদানের পরে, ব্রাহ্মণ মুখ থেকে উদ্ভূত, ক্ষত্রিয় বাহু থেকে, বৈশ্য উরু থেকে এবং শূদ্র পায়ে থেকে উদ্ভূত। সুতরাং, চারটি বর্ণ যা উদ্ভূত হয়েছিল সেগুলি দেবত্বমূলক বিবেচনা করা হয়েছিল।

জাতি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ঘুরিয়ে (১৯৬২) একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, জাতি ব্যবস্থার ছয়টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য হলো:

সমাজের বিভাজন

হিন্দু সমাজ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। জাতির সদস্যপদ জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং নির্বাচন এবং অর্জনের দ্বারা নয়। অতএব, জাতির অবস্থানকে বংশানুক্রমিক (জন্ম দ্বারা) বলা হয়।

স্তরবিন্যাস

জাতি ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রাধান্যের স্কিম রয়েছে যার মধ্যে তারা সামাজিক এবং আচার-আচরণের স্তরবিন্যাসে সাজানো হয়। এই স্তরবিন্যাস বা শ্রেণীবিভাগের সাথে উচ্চ এবং নিম্ন, উচ্চতা এবং অধঃপতনের অনুভূতি যুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণরা স্তরবিন্যাসে শীর্ষে অবস্থান করে এবং তাদের আচার-আচরণে পবিত্র বা সর্বোচ্চ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবর্ণনীয়রা, যারা সবচেয়ে অপবিত্র বলে বিবেচিত, স্তরবিন্যাসের নিম্নতম স্থানে থাকে। এর মধ্যে ক্ষত্রিয়েরা আছে, পরে বৈশ্যদের অবস্থান। এইভাবে, জাতিগুলির একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থাকে বর্ণ স্তরবিন্যাসের সামগ্রিক কাঠামোতে।

খাদ্য এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সীমাবদ্ধতা

খাদ্য বিনিময় এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, যা সম্মিলন বলে পরিচিত। জাতিগুলির মধ্যে যে ধরনের খাবার একসাথে খাওয়া যাবে, গ্রহণ করা যাবে বা বিনিময় করা যাবে তার উপর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একজন ব্রাহ্মণ "পাকা" খাবার গ্রহণ করবেন, যা 'ঘি'-তে প্রস্তুতকৃত, যে কোন সম্প্রদায় থেকে তবে তিনি 'কাঁচা' খাবার, অর্থাৎ অন্য জাতের হাতে জল দিয়ে প্রস্তুতকৃত খাবার গ্রহণ করতে পারবেন না। দূষণের ধারণা সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সীমা নির্ধারণে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে।

বৈধতা এবং ধর্মীয় অক্ষমতা

প্রত্যেক জাতিকে আচার-আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপরের চেয়ে বেশি পবিত্র বা অপবিত্র মনে করা হয়। দূষণ এবং পবিত্রতার মতাদর্শ বিভিন্ন বর্ণের সম্পর্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চ জাতির দ্বারা বিভিন্ন প্রথা পালন করা হয় তাদের আচার-আচরণের পবিত্রতা রক্ষার জন্য।

যেসব জাতি আচার-আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অপবিত্র মনে করা হয় তাদের নানা অক্ষমতার শিকার হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাদের জনসাধারণের রাস্তায়, জনসাধারণের কূপে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল বা হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিছু জাতির ছায়া দূষণকারী বলে বিবেচিত হতো, যেমন তামিলনাড়ুতে শানার বা তেঁতুল-সারকরা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের ২৪ পদক্ষেপ দূরে চলে যেতে বাধ্য হতেন। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব প্রথা, ঐতিহ্য, অনুশীলন এবং আচার-আচরণ রয়েছে। এর নিজস্ব অদ্বিতীয় নিয়ম, বিধি এবং প্রক্রিয়া রয়েছে।

বিবাহের সীমাবদ্ধতা

নিজস্ব জাতি বা উপ-জাতির মধ্যে বিবাহ বা অন্তঃবিবাহ জাতি ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সাধারণত, মানুষ তাদের নিজস্ব জাতি বা উপ-জাতির মধ্যে বিবাহ করে। তবে, কিছু ব্যতিক্রম ছিল। ভারতের কিছু অঞ্চলে, উচ্চ জাতির পুরুষরা নিম্ন জাতের মহিলাদের সাথে বিবাহ করতে পারতেন। এই ধরনের বিবাহ সংযোগকে হাইপারগ্যামি বলা হয়।

পেশার অমিত স্বতন্ত্র পছন্দের অভাব

ঐতিহ্যগতভাবে, প্রতিটি জাতি একটি পেশার সাথে যুক্ত ছিল। তাদের associated পেশার আচার-আচরণের পবিত্রতা এবং দূষণের ভিত্তিতে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণরা, যারা সর্বোচ্চ স্থানে ছিল, তাদের পবিত্র জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষার এবং ত্যাগের দায়িত্ব পালন করতে নির্ধারিত ছিল।

উপরে জাতির ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তবে, হাতি কাঠামোর বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যকারিতায় বিভিন্নতা রয়েছে। একটি আঞ্চলিক বাস্তবতা হিসেবে, জাতি, শ্রেণীবিভাগ, প্রথা এবং আচরণ, বিবাহের নিয়ম এবং বর্ণ আধিপত্যের বিভিন্ন প্যাটার্ন দেখা যায়।

জাতি সম্পর্কিত তত্ত্ব

জাতির বিশ্লেষণে অ্যাট্রিবিউশনাল পদ্ধতি বর্ণের বিভিন্ন অমসৃণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিশ্লেষণ করে। সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন জি এস ঘুরিয়ে, জে এইচ হাটন, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে জাতি ব্যবস্থাকে এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

তার বই 'ভারতে জাতি' গ্রন্থে (হাটন) বলেন যে জাতি ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো অন্তঃবিবাহ। এই বাস্তবতার চারপাশে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং নিষেধাজ্ঞা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে লঙ্ঘন করে না। হাটন অনুযায়ী, জাতি ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অন্য জাতির খাবার গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা। এম এন শ্রীনিবাস এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বর্ণগুলির মধ্যে সম্পর্কের কাঠামো অধ্যয়ন করতে বেছে নেন। এর ফলে, তিনি জাতিগত পরিচয়ের একটি গতিশীল দিক পরিচয় করিয়ে দেন।

ইন্টারঅ্যাকশনাল পদ্ধতি স্থানীয় বাস্তব পরিস্থিতিতে জাতিগুলির বাস্তব রীক্ষা কিভাবে হয় তা বিবেচনায় নেয়। বেইলি-র মত অনুযায়ী, জাতিগত গতিশীলতা এবং পরিচয় বিচ্ছিন্নতা এবং স্তরবিন্যাসের দুটি নীতির দ্বারা সংযুক্ত। তিনি মনে করেন "জাতিগুলি আচার-আচরণ এবং ধার্মিক স্তরবিন্যাসে দাঁড়ায়।" ধার্মিক স্তরবিন্যাস বলতে তিনি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্তরবিন্যাস বোঝান, যেহেতু আচারগুলি ধর্মীয় সিস্টেমের অংশ। আচারিক সিস্টেম রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিস্টেমের সাথে অভিন্ন। বেইলি (১৯৫৭) তার দৃষ্টিভঙ্গি ওড়িশার গ্রাম বিসিপারা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে স্বাধীনতার পর ক্ষত্রিয়েরা তাদের অনেক জমি হারানোর পর বিসিপারার বর্ণ পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং আরো তরল হয়ে উঠেছে। এর ফলে তাদের আচারিক অবস্থানও নিম্নমুখী হয়েছে। অন্তঃবর্ণ খাদ্য গ্রহণ এবং অগ্রহণের প্যাটার্নে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গেছে।

ম্যারিয়ট আচারিক মিথস্ক্রিয়ায় জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের ব্যবস্থার অধ্যয়ন করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে আচারিক স্তরবিন্যাস নিজেই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্তরবিন্যাসের সাথে যুক্ত। সাধারণত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্তরগুলো অভিন্ন হয়। অর্থাৎ, আচারিক এবং অ-আচারিক স্তরবিন্যাস জাতির শ্রেণীবিন্যাসকে প্রভাবিত করে যদিও আচারিক স্তরবিন্যাস একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

ডুমন্ট ইন্টারঅ্যাকশনাল দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি অধ্যয়নে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। তার মতে, স্থানীয় প্রসঙ্গ জাতিগত শ্রেণীবিন্যাস এবং পরিচয়ে ভূমিকা রাখে, কিন্তু এটি একটি স্তরবিন্যাসের মতাদর্শের প্রতি প্রতিক্রিয়া যা সম্পূর্ণ জাতি ব্যবস্থায় বিস্তৃত। ডুমন্টের মতে, জাতি একটি বিশেষ ধরনের অসমতা এবং স্তরবিন্যাস হলো জাতি ব্যবস্থার মূল মান। এই মূল্যই হিন্দু সমাজকে একত্রিত করে। ডুমন্ট বলেন, জাতির বিভিন্ন দিক 'পবিত্র' এবং 'অপবিত্র' এর মধ্যে বিরোধের ভিত্তিতে তৈরি। 'পবিত্র' 'অপবিত্র' এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আলাদা রাখতে হয়।

ভারতীয় সামাজিক সিস্টেমের বিশ্লেষণে জাতির তাত্ত্বিক অবস্থান অত্যন্ত জটিল। এটি সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি কাঠামোগত একক এবং একটি সিস্টেম উভয়ই গঠন করে। এই দুটি মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণের স্তরের উপর নির্ভর করবে। সমাজবিজ্ঞানীরা যারা জাতির সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পছন্দ করেন, তারা শুরু থেকেই এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত স্তরবিন্যাসের নীতির সাথে যুক্ত করেছেন যার ভিত্তি হলো; প্রতিষ্ঠানগত অসমতা, সামাজিক চলাচলের বন্ধ হয়ে যাওয়া, আচারিক ভিত্তির উপর একটি মৌলিক স্তরের শ্রম বিভাজন, এবং পারফরমেন্সের চেয়ে গুণমান (আচারিক পবিত্রতা বা জাতিগত পবিত্রতা) এর উপর গুরুত্ব। অন্য কথায়, জাতি একটি স্বায়ত্তশাসিত সাংস্কৃতিক সিস্টেম বা বিশ্বদৃষ্টি সাথে যুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানী সাহিত্যেই পুরানো (দেখুন ডুবোইস ১৯০৬; নেসফিন্ড ১৮৮৫; ও'ম্যালি ১৯৩২; ওয়েবার ১৯৫২; ক্রোয়েবার ১৯৩০ ইত্যাদি) এবং এই প্রবণতা এখনও চলমান (দেখুন বেয়ারম্যান ১৯৬৭; বার্থ ১৯৬০; ডেভিস ১৯৫১; মিরডাল ১৯৬৮; ইত্যাদি)। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হলো এটি স্তরবিন্যাসের নীতির একটি ভেরিয়েন্ট, যা কেবল ভারতেই নয়, অন্যান্য সমাজেও কাজ করতে দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হলো, ডেভিস, এ আর দেশাই (১৯৬৬) এবং বোস (১৯৬৮) এবং অন্যান্যদের লেখায় দেখা যায় যে, এটি একটি কাঠামোগত বাস্তবতা, অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোর একটি অংশ হিসেবে জাতি বিদ্যমান থাকবে যখন ভারতীয় সমাজ একটি উচ্চ স্তরে (দেখুন সিংহ ১৯৬৮) শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাবে। জাতির কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গির একটি সহজ বোঝাপড়া হলো এটি একটি আদর্শ স্তরবিন্যাস সিস্টেম এবং এরূপ এটি চিরকাল বিদ্যমান থাকতে পারে, একা অথবা অন্যান্য স্তরবিন্যাসের সাথে সহাবস্থানে সমাজে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা গৃহীত যারা একটি কাঠামোগত-কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, পরিবর্তনশীল-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে। (সিংহ, যোগেন্দ্র ১৯৯৭। পৃষ্ঠা ৩২)

এইভাবে, সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা জাতিকে সাংস্কৃতিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেন এবং যারা কাঠামোগত ঘটনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। এই দুটি অবস্থানের প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে আরও একটি সাব-বৈচিত্র্য আছে: এটি একটি বিশেষ ঘটনা, ভারতীয় বা এটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিনা। এইভাবে চারটি পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গত শ্রেণী হিসেবে উঠে আসে যখন আমরা তাত্ত্বিক সংজ্ঞায়নের দুটি স্তরের মধ্যে পার্থক্য করি, অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক এবং কাঠামোগত এবং সর্বজনীন এবং বিশেষ।